দৈনিক ইনকিলাব

23 DEC 1987
5 কলাম 3

256

শিক্ষাঙ্গন

মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইংরেজী শিক্ষা

ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সঙ্গে কথাবার্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম। দেশে আমরা মাতৃভাষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছি এবং করাও উচিত। কিন্তু তাই বলে ইংরেজীকে নির্বাসন দেবার বিপদের কথা আমার মত কেউ কেউ বললেও সবাই খোলাখুলি বলেন না। যেমন ডিগ্রীতে বাধ্যতামূলক ইংরেজী এখন ঐচ্ছিক। কারণ, এই বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অধিক অকৃতকার্য হতো। কিন্তু বর্তমানে আবার শিক্ষার্থীরাই ডিগ্রীতে ইংরেজী আবশ্যিক করবার কথা বলছে। ইংরেজীবিহীন বিএ পাস ব্যক্তি যখন বিসিএস পরীক্ষা দেন তখন পড়েন ফ্যাসাদে। তাহলে সেখানেও ইংরেজী বাদ দিতে হয়। অথচ তা সম্ভব নয় বাস্তব কারণেই। এসএসসি'র ইংরেজী সিলেবাসে ১৯৮৪ পর্যন্ত এপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন, পেয়ার অব ওয়ার্ডস, কারেকশন দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৮৫ সালে এই সিলেবাস থেকে উল্লিখিত তিনটি বিষয় বাদ দিয়ে সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ যতদূর জানা যায়, আধুনিক ইংরেজী ভাষায় এখন কিছু কিছু যৌগিক বা কমপাউণ্ড সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয় না। কারণ এতে বুঝতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। অথচ আমরা তাই শেখাতে চাই। আমার মনে হয়, এটা বাদ দিয়ে এপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন, কারেকশন এবং পেয়ার অব ওয়ার্ডস শেখা অধিক প্রয়োজন।

একটি ছোট্ট প্রিপজিশনের ভুল প্রয়োগে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়। মাধ্যমিক পর্যায়ে এ জিনিসটা শেখা একান্ত আবশ্যক বলে আমার মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ পেয়ার অব ওয়ার্ডস আমাদের শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক। কারেকশন শেখাও প্রয়োজন। কারণ আমরা হরহামেশা এমন কিছু বাক্য বা শব্দ বলি বা ব্যবহার করি যা সম্পূর্ণ ভুল। কারেকশন শেখালে অন্ততঃ এই সাধারণ ভুলগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা সচেতন থাকবে। প্রাসঙ্গিকভাবে রচনা লেখার কথা বলতে হয়। মুখস্ত করাকে নিরুৎসাহিত করতে এবং নিজে ইংরেজী লেখা শিখতে বাধ্য করার জন্য এসএসসি পরীক্ষায় রচনার পয়েন্ট দিয়ে দেয়া হয় এবং সেগুলো অবলম্বন করে রচনা লিখতে বলা হয়। উদ্দেশ্যটা ভালো। কিন্তু প্রতি বছর পরীক্ষার খাতা পরীক্ষণের সময় উত্তর পত্রের ভেতর দেখা যায়, হয় পরীক্ষার্থী রচনা লেখেনি না হয় প্রদত্ত সংকেত ছাড়াই অধিকাংশরা নিজেরা ইচ্ছামাফিক মুখস্ত লিখেছে অথবা নকল করেছে। কাজেই মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ। এর চেয়ে পূর্বের মত সংকেত না দিয়ে শুধু বিষয় বলে দেয়া উচিত। এতে মুখস্ত করলেও কিছু বাক্য শিখবে। এ প্রস্তাবগুলো বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং সিলেবাস কমিটি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

—জোবেদ আলী